Released 27-11-59
মিরাক্‌লস্‌ (ইণ্ডিয়া) প্রাঃ লিঃ এর
নিবেদন
মৃতের মর্ত্ত্যে আগমন

মিরাকলস্ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেডের

—ঃ নিবেদন ঃ—

মৃতের মর্ত্ত্যে আগমন

প্রযোজনা : নরেন্দ্র নাথ ঘোষ ও নেপাল রায় চৌধুরী

পরিচালনা : পশুপতি চট্টোপাধ্যায় ঃঃ সহযোগী পরিচালনা : ভবতোষ সরকার

কাহিনী, চিত্রনাট্য ও সংলাপ : গৌর শী

সঙ্গীত পরিচালনা : মন্মথ দাস ও অজিত মিত্র

গীত রচনা : মোহিনী চৌধুরী ও শ্যামল গুপ্ত

নেপথ্য সঙ্গীত :

এ, কানন ০ শ্যামল ০ সতীনাথ ০ আল্পনা ০ নির্মলা ০ নিভা ঘোষ

প্রণব, বাসন্তা, কমলা, জপমালা ও অমরেশ

যন্ত্র সঙ্গীত : সুর ও শ্রী

চিত্রগ্রহণ : সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়

শব্দধারণ : জে, ডি, ইরাণী

অবনী চট্টোঃ (বহির্দৃশ্যাবলী)

শিল্প নির্দেশনা : এস, রামচন্দ্র

সম্পাদনা : রবীন দাশ

কর্মাধ্যক্ষ : কালীপদ দে

ব্যবস্থাপনা : কাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

রূপসজ্জা : অনাথ মুখোঃ, গৌর দাস

আলোক সম্পাত : শান্তি, হেমন্ত,
মনোরঞ্জন, দেবেন, সুখরঞ্জন,
অনিল, মঙ্গরু, বিনয়।

প্রচার পরিচালনা ও

স্থির চিত্রগ্রহণ : ক্যাপ্‌স্

সহকারিগণ

পরিচালনায় : প্রতুল ঘোষ

চিত্রগ্রহণে : অনিল ঘোষ

শব্দধারণে : সিদ্ধি নাগ

পটদৃশ্যে : বৈদ্যনাথ চ্যাটার্জি
সুশীল বসু ও প্রফুল্ল কুমার

সম্পাদনায় : সুনীত সাহা

ব্যবস্থাপনায় : মুরারী চ্যাটার্জি,
যতীন মুখার্জি, গোপাল দাস

ভূমিকায় :

বাসবা নন্দী, ভানু বন্দোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, তুলসী চক্রবর্ত্তী,
অমর মল্লিক, জহর, নীতীশ, হরিধন, অজিত, মন্মথ, শিবকালী,
কৃষ্ণধন, প্রেমাংশু, অতনু. শিবেন, শীতল, পঞ্চানন, প্রীতি মজুমদার,
ধীরাজ দাস, মধুসুদন, মনোরঞ্জন, দেবরঞ্জন, ক্ষিতীশ, শচী, আশু,
সমীর, অশোক, সাধন, বৈদ্যনাথ, মাঃ দেবাশীষ,
তপতী, জয়শ্রী, শিপ্রা, রীতা, দীপিকা, কমলা, দীপা, অঞ্জলী, গৌরী,
রত্না মজুমদার, রণ্টু পাল, মাঃ দিলীপ এবং আরও অনেকে

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

ব্যারাকপুর সমিতি, শম্ভুনাথ ঘোষ, অনিল চট্টোঃ, অনিল বন্দ্যো, পুলিন পাল,
নির্মল দাস, শিবপ্রসাদ ঘোষ, ডাঃ বীরেন্দ্র নাথ নাগ, সুখেন্দু মজুমদার,
গণ্‌শা বন্দ্যোঃ, কোলাপ্‌সিবল গেট কোং,
পি, পি, চ্যাটার্জি এণ্ড নেফিউ (পুষ্প ব্যবসায়ী)
বাঙ্গালী পল্টন সাবান নির্মাতা মণ্ডল কোং, রয়াল ফায়ার ওয়ার্কসের গুরুদাস চিত্রকর

পরিস্ফুটন ও মুদ্রণ : বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটরীজ

ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত

কাহিনী

হঠাৎ একদিন পৃথিবীতে ফিরে গিয়ে ফেলে আসা প্রিয়জনদের সঙ্গে মিলিত হবার প্রবল এক আকাঙ্ক্ষা বিশু আর ললিতার সাহায্যে প্রকাশের সুযোগ পেয়ে প্রবলতর এক আন্দোলন সুরু হোল প্রেতলোক যমালয়ে। বিশু আর ললিতা কিছুদিন হোল স্ত্রী আর স্বামীকে ফেলে প্রেতলোকে এসেছে।

আন্দোলনের মূল কথা হোল ; যাদের এত ভালবেসেছি, চলে আসবার সময় যারা এত আঘাত পেয়েছে এবং হয়তোএখনও শোক করছে, তাদের ছেড়ে এই প্রেতপুরীতে লক্ষ কোটী বছর ধরে শাস্তি পেতে হবে কেন ? কীসের পাপে ? শৈশবে আর বার্দ্ধক্যে কেউত' আর পাপ করেনা ! যৌবন ক'দিনই বা থাকে ? এ ক'দিনের পাপের জন্যে এতদিন ধরে এই শাস্তি ? অসম্ভব ! এই আইন কিছুতেই মানব না। আস্‌চে পূর্ণিমার রাত্রে যমালয়ের প্রহরীদের হাত পা আর মুখ বেঁধে আমরা মর্ত্ত্যে ফিরে যাব।

শুধু যমালয়েই নয়, গায়ক গোঁসাইজীকে দিয়ে বিশু উচ্চতরের আত্মাদের সঙ্গেও আলোচনা চালাতে লাগল। অর্থাৎ প্রেতলোকের এই আন্দোলন অচিরেই মর্ত্ত্যের বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের আকার ধারণ করল। এতই গোপনে চলেছে এই আন্দোলন যে, যমরাজা, এমন কী চিত্রগুপ্তও জানতে পারলেনা এদের সঙ্কল্পের কথা।

আসবার পথে ধবলগিরিতে ত্রিকালের সঙ্গে দেখা। ত্রিকালদর্শী এই ব্যক্তি তাদের ফিরে যাবার উপদেশ দিলেন। কারণ তিনি জানেন, পৃথিবী ইতিমধ্যে অনেক বদলে গেছে। আন্দোলন-কারীরা শুনল না সে-কথা। কারণ তারা ফিরে যাচ্ছে তাদের প্রিয়জনদের কাছে।

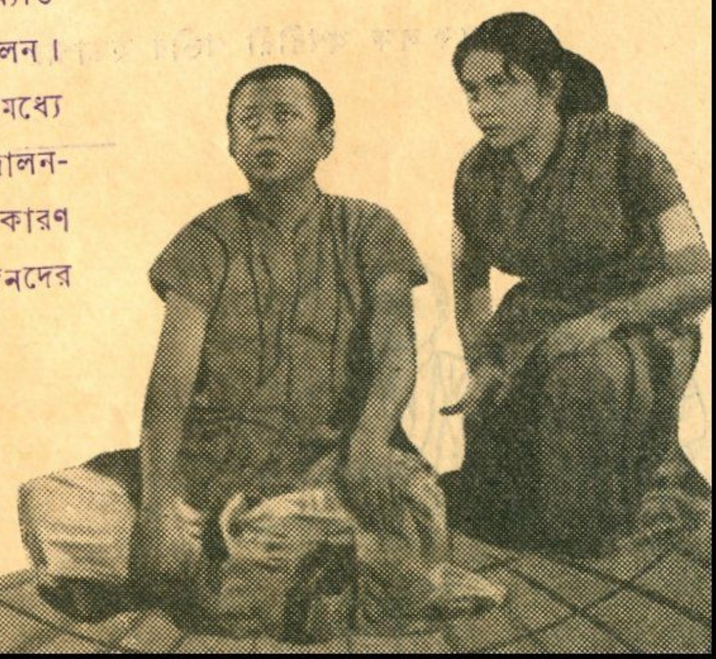

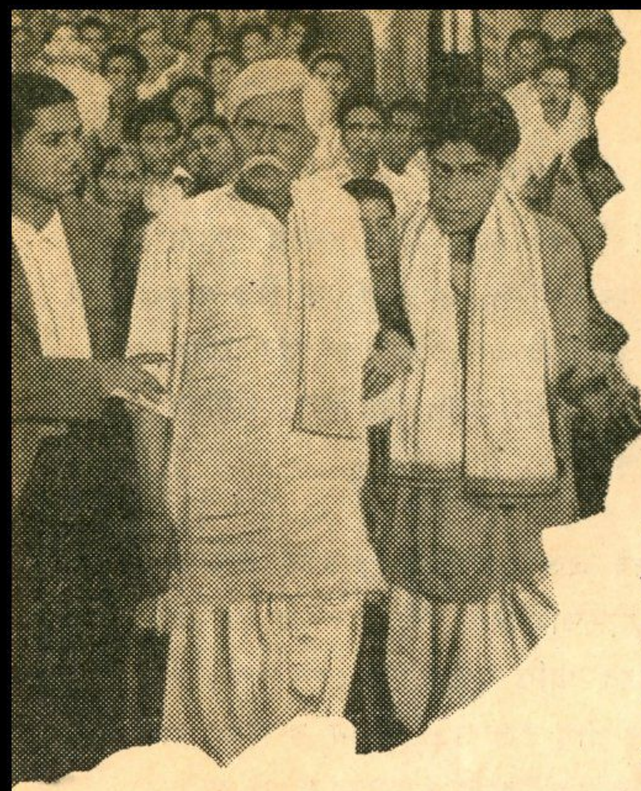

পূর্ণিমার রাতে মৃত শ্মশান জেগে উঠ্ল অশরীরিদের আবির্ভাবে। স্বামী গেল স্ত্রীর কাছে; স্ত্রী গেল স্বামীর কাছে; বাপ গেল ছেলের কাছে; বন্ধু গেল বন্ধুর কাছে; কিন্তু একি? আধুনিকা স্ত্রী আবার বিয়ে করেছে; স্বামী নতুন স্ত্রীকে ঠিক প্রথমার মতই ভালবাসার কথা শোনাচ্ছে; ছেলে বউয়ের কথায় শীতের রাত্রে একবস্ত্রে মাকে বাড়ী থেকে বার করে দিচ্ছে; বন্ধু শুধু বন্ধুর গচ্ছিত সম্পত্তিই নয়, মায় তার স্ত্রীকে পর্য্যন্ত দখল করে পরমানন্দে দিন কাটাচ্ছে! তাদের জন্যে কেউ শোক করছে না; সবাই তাদের ভুলে গেছে!

অতএব ফিরে চল! আজকের মানুষের মৃত প্রিয়জনরা কাঁদতে কাঁদতে আবার ফিরে চলল প্রেতলোক যমালয়ে। ললিতা একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলতেই বিশু তাকে বাধা দিয়ে বলল; "দেখ ললিতা, আমার স্ত্রী একটা বড় দামী কথা বলেছে। তাকে ছেড়ে আসতে আমার কষ্ট দেখে বললে, This is the world, my love! হ্যাঁ, এই তো পৃথিবী—"। চল, ভোর হ'য়ে এলো, যেতে হবে অনেক দূর।

লক্ষ লক্ষ অশরীরী গভীর হতাশায় আবার ফিরে চলল।

———

সঙ্গীতাংশ

(১)

ও, আগুনে আগুনে আজ ফাগুনের রঙ যেন
মনের আকাশ লালে লাল,
জ্বাল্‌রে আগুন জ্বাল্‌রে আগুন,
জ্বাল্‌রে আগুন, আরো জ্বাল্‌
মনের আকাশ লালে লাল্‌।
চোখের আগুন চোখে দে জ্বেলে দে,
দে জ্বেলে, দে জ্বেলে, দে জ্বেলে দে—
মনের আগুন মনে দে ঢেলে দে—
দে ঢেলে, দে ঢেলে, দে ঢেলে দে—
ছল ছল উচ্ছল অধরের পেয়ালায়
রাঙ্গা অধরের মধু ঢাল—

বসনের শাসনে কি যৌবন চাপা রয়—রয়না
পাষাণের তলে কি গো ঝরণা রুদ্ধ হয়—হয়না
বাঁধ ভাঙা বন্যায় যা ভেসে যা
মন যারে চায় তারে ভালবেসে যা
যাক যাক দূরে যাক উড়ে যাক পুড়ে যাক
লজ্জার যত জঞ্জাল
মনের আকাশ লালে লাল—

—কথা : মোহিনী চৌধুরী
সুর : মন্মথ লাল দাস
শিল্পী : নির্ম্মলা মিত্র, বাসন্তী দাশ গুপ্ত,
জপমালা, প্রণব, অমরেশ ও
অন্যান্য।

(২)

ফিরে চল ফিরে চল ফিরে চল
ঐ ডাকে ওরে শোন ফেলে আসা ধরাতল
শোকে তোর ইহলোক দুখভারে টলমল
ফিরে চল ফিরে চল ফিরে চল :
স্বরগের নরকের ছিঁড়ে ফেল বিধিডোর
ভয় ভাঙি জয় কর হারমানা দ্বিধা তোর
সব ছেড়ে ফেলে এসে কতটুকু পেলি বল
ফিরে চল্‌
ফিরে চল ফিরে চল ফিরে চল.........

—কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : অজিত মিত্র
শিল্পী : শ্যামল মিত্র, নিভা ঘোষ,
জপমালা ও অন্যান্য।

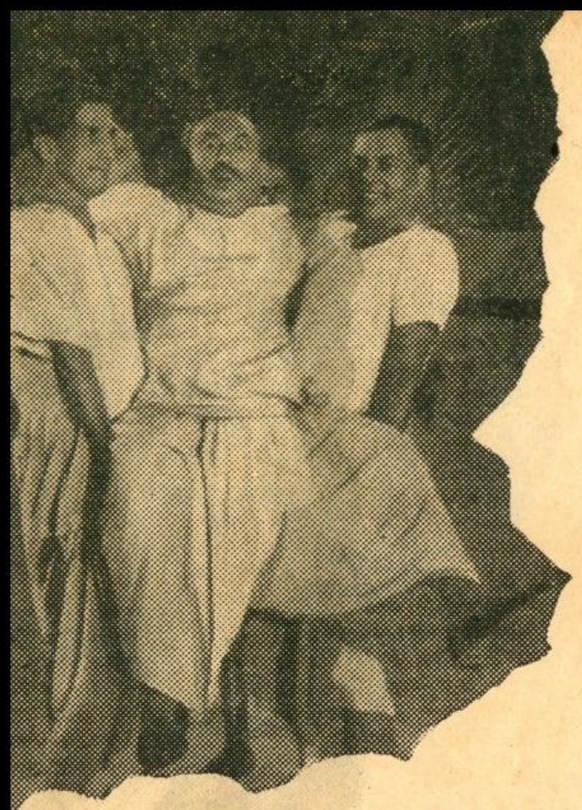

(৩)

ঝনক ঝনকওা মোরে বিছুয়া
বাজ র‍্যহে ম্যায় ক্যাসে ঘর আঁউ
মিতবা তোরে মন্‌দরবা ।
ছুম্‌ ছানা নানা ছুম্‌ বিছুয়া বাজে
জাগ্‌ র‍্যহে সব ঘরকা লুগাইয়া ।

—শিল্পী : এ, কানন
পরিচালনা : মন্মথ লাল দাশ

(৪)

চাকাইতা চাকদুম চাকদুম চাকদুম
চাকুম চাকুম কুম
হাম কাহাঁ কাহাঁ তুম ।
জগমগ জগমগ জগ উজিয়ারা,
ডগমগ ডগমগ জিয়া হামারা ;
হোলে হোলে পিয়া ডোলে ডোলে জিয়া
নাচে নাচে জিয়া ছমাছম ছুম্‌ছুম্‌ ।

ও র‍্যহনেওয়ালে দূর দূরকে
উড়্‌কে উড়্‌কে আও উড়্‌কে
কাহে হাম ফাঁক্‌ কাহে তুম ফাঁক্‌
গুম ফাঁক্‌ গুম্‌ গুম্‌ ।

আরালাম তারালাম জারালাম পাম
জারালাম পাম কাহাঁ প্যারে বালম
কাঁহা প্যারে বালম তুঝে ঢুঢ় র‍্যহে হাম ।

হাম পাকায়ে পকৌড়ি দহিবড়া ফুচ্‌কা,
ইহাঁ হামারা ইন্তাজাম হ্যায় সব কুছকা ;
আজ তুমসে হামসে হো তুম তানা তানাদুম
হো ধুমধাম্‌সে তুম তানা তানা দুম্‌ ।

—কথা : মোহিনী চৌধুরী
সুর : মন্মথ লাল দাশ
শিল্পী : আল্‌পনা বন্দ্যোপাধ্যায়

(৫)

চুপি চুপি একা একা নিশিরাতে
তুমি আসবে কি ?
ঘুম ভাঙাবে গো মান ভাঙাবে গো
মন রাঙাবে কি ?
ভালবাসবে কি ?
গাঁথবে আবার মালা বিরহিনী
বাজবে কাঁকন তার রিনিঝিনি
অলি গুঞ্জনে
খুলি' গুণ্ঠনে
ফুল হাসবে কি ?
চাঁদ হাসবে কি ?
রাত ফুরাবে তবু কথা ফুরাবেনা
শুধু আঁখির পানে চেয়ে রবে আঁখি,
আর, হিয়ায় রেখে হিয়া জুড়াবেনা
মন চাইবে আরো কাছে কাছে থাকি ।
দুল্‌বো মিলন সুখে দু'জনাতে
ভর্‌বে আকাশ মধু জ্যোছনাতে
নিশি নির্জনে
প্রিয় পরশনে
সুখ শিহরণে
হিয়া ভাস্‌বে কি ?

—কথা : মোহিনী চৌধুরী
সুর : মন্মথ লাল দাস
শিল্পী : নির্ম্মলা মিশ্র

[৬]

মাটীর মায়ার কেন কাঁদি
ভাঙা বাঁশী ঘিরে, মিছে ফিরে ফিরে
হারানো দিনের সুর সাধি ।
যে আমি গিয়েছে মিশে ধূলিতে
ধরণী পেরেছে যারে ভুলিতে
তারি স্মৃতি ফুলে
মালা গেথে ভুলে
অবুঝ আশায় বুক বাঁধি ;
মাটীর মায়ায় কেন কাঁদি.....

কথা : শ্যামল গুপ্ত
সুর : অজিত মিত্র
শিল্পী : সতীনাথ মুখোপাধ্যায়

—দ্রুত প্রস্তুতির পথে—

এন্, পি, প্রোডাক্সান্সের

প্রথম চিত্রাঞ্জলি

কবি কৃত্তিবাস

পরিচালনা

পশুপতি চট্টোপাধ্যায়

একমাত্র পরিবেশক

শ্রীকৃষ্ণ ফিল্মস্

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত